Class on *The Gospel of Sri Ramakrishna*

Was Sri Ramakrishna a Viśiṣṭādvaitin? (30 Nov. 2022)

- Page 698 of the *Śrīśrīrāmakṛṣṇakathāmṛta* (after the 26 Oct 1884 entry)

"Thakur does not say that this universe is unreal like a dream. He says, 'If we say so, then the weight of the bel-fruit will fall short.' His view is not the doctrine of māyā [of Advaita Vedanta]. Rather, his view is the doctrine of Viśiṣṭādvaita, since he does not dismiss the world and individual souls as unreal and illusory. God is real, and people are real, and the world is real as well. Brahman is qualified by jiva and jagat. You cannot get the full weight of the bel fruit if you exclude the seeds and shell." (Not translated by Swami Nikhilananda)

- Dialogue from 11 March 1885:

SRI RAMAKRISHNA: "There is the Vedānta as explained by Śaṅkara; there is also Rāmānuja's doctrine of Viśiṣṭādvaita." (*Vedānta—Śaṅkar jā bujhiyechen, tāo āche; ābār Rāmānujer Viśiṣṭādvaitavādo āche.*)
NARENDRA: "What is Viśiṣṭādvaita?"
SRI RAMAKRISHNA: "Viśiṣṭādvaita is Rāmānuja's doctrine. According to this view, Brahman is qualified by the universe and its living beings. These three—Brahman, the insentient world, and living beings—together constitute One Reality. (*jīva-jagat-viśiṣṭa brahma. sab joḍiye ekṭi.*) Take the instance of a bel-fruit. A man wanted to know the weight of the fruit. He separated the shell, the flesh, and the seeds. But can a man get the weight of the whole fruit by weighing only the flesh? He must weigh flesh, shell, and seeds together. At first it appears that the real thing in the fruit is the flesh, and not its seeds or shell. Then by reasoning you find that the shell, seeds, and flesh all belong to the fruit; the shell and seeds belong to the same thing that the flesh belongs to. Likewise, in spiritual discrimination one must first reason, following the method of 'Not this, not this': God is not the universe; God is not the living beings; Brahman alone is real, and all else is unreal. Then one realizes, as with the bel-fruit, that the Reality from which we derive the notion of Brahman is the very Reality from which come living beings and the universe. The *nitya* and the *līlā* are the two aspects of one and the same Reality. (*tārpar anubhab hoy, jār śā̃s tārī kholā, bici. jā theke brahma bolcho tāi theke jīvajagat. jā̃rī nitya tā̃rī līlā.*) Therefore, Rāmānuja held that Brahman is qualified by the universe and the living beings. This is called Viśiṣṭādvaita."
(*To M.* [Mahendranāth Gupta]) "I do see God directly. What shall I reason about? I clearly see that She Herself has become everything; that She Herself has become the universe and all living beings…." (*Śrīśrīrāmakṛṣṇakathāmṛta*, 778-779; *Gospel*, 733-734; translation modified)

9 November 1884:

"ঠাকুর এই জগৎ স্বপ্নবৎ বলছেন না। বলেন, 'তাহলে ওজনে কম পড়ে'। মায়াবাদ নয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। কেন না, জীবজগৎ অলীক বলছেন না, মনের ভুল বলছেন না। ঈশ্বর সত্য আবার মানুষ সত্য, জগৎ সত্য। জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। বিচি খোলা বাদ দিলে সব বেলটা পাওয়া যায় না।

11 March 1885:

[রামানুজ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আবার দু-থাক না নামলে কথা কইতে পারি না।

"বেদান্ত—শঙ্কর যা বুঝিয়েছেন, তাও আছে; আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।

নরেন্দ্র—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রকে)—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত। কিনা, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটি।

"যেমন একটি বেল। খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, আর শাঁস আলাদা একজন

করেছিল। বেলটি কত ওজনের জানবার দরকার হয়েছিল। এখন শুধু শাঁস ওজন করলে কি বেলের ওজন পাওয়া যায়? খোলা, বিচি, শাঁস সব একসঙ্গে ওজন করতে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বিচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তারপর বিচার করে দেখে,—যেই বস্তুর শাঁস সেই বস্তুরই খোলা আর বিচি। আগে নেতি নেতি করে যেতে হয়। জীব নেতি, জগৎ নেতি এইরূপ বিচার করতে হয়; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। তারপর অনুভব হয়, যার শাঁস তারই খোলা, বিচি। যা থেকে ব্রহ্ম বলছো তাই থেকে জীবজগৎ। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তাই রামানুজ বলতেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরদর্শন (God Vision)—অবতার প্রত্যক্ষসিদ্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—আমি তাই দেখছি সাক্ষাৎ—আর কি বিচার করব? আমি দেখছি, তিনিই এইসব হয়েছেন। তিনিই জীব ও জগৎ হয়েছেন।